করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৪

(১) অতএব, আল্লাহর দয়াতেই আমরা এই খেদমতের কাজে নিযুক্ত হয়েছি, তাই আমরা কখনো মনোবল হারাই না।

(২)যে সব লজ্জাজনক বিষয় মানুষ গোপন করে, সেগুলো আমরা ত্যাগ করেছি; আমরা প্রতারণার আশ্রয় নিই না বা আল্লাহর কালামকে প্রমাণ করার চেষ্টা করি না; বরং খোলাখুলিভাবে সত্য প্রকাশ করে আল্লাহর সামনে প্রত্যেকের বিবেকের কাছে নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলি। (৩)এবং যদি আমাদের সুখবর কারো কাছে ঢাকানো থেকে থাকে, তবে তা তাদেরই কাছে ঢাকানো থাকে, যারা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।

(৪)ওই সব মানুষ যারা অবিশ্বাসী, এই দুনিয়ার দেবতা তাদের হৃদয় অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা মসিহ, যিনি আল্লাহর প্রতিচ্ছবি, তাঁর মহিমার সুখবরের আলো দেখতে না পায়।

(৫)কারণ, আমরা নিজেদের প্রচার করি না; বরং হযরত ইসা মসিহকে মুনিব বলে প্রচার করি এবং তাঁর জন্যই নিজেদেরকে তোমাদের খাদেম হিসেবে প্রচার করি।

(৬)কারণ আল্লাহই বলেছিলেন, "অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো জ্বলুক," "আলোকিত হোক" , তিনিই আমাদের হৃদয়ে আলো জ্বেলে দিয়েছেন, যেন হযরত ইসা মসিহের মুখে আল্লাহর মহিমার জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠে।

(৭)কিন্তু আমরা এই অমূল্য রত্ন মাটির পাত্রে ধারণ করেছি, যেন সেই অসাধারণ শক্তি আমাদের কাছ থেকে নয় বরং আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।

(৮)আমরা সবদিক দিয়েই দুঃখ-কষ্ট পাই তবুও ভেঙ্গে পড়ি না; হতাশ হই তবুও নিরাশ হই না; (৯)নির্যাতিত হই তবুও পরিত্যক্ত হই না; আঘাত পাই তবুও ধ্বংস হই না; (১০)আমরা সব সময় আমাদের শরীরে হযরত ইসা আ. এর মৃত্যু বয়ে বেড়াচ্ছি, যেন আমাদের শরীরে হযরত ইসা আ. এর জীবন প্রকাশিত হয়।

(১১)কারণ আমরা যারা জীবিত, প্রতি মুহূর্তে হযরত ইসা আ. এর জন্য মৃত্যু মুখে সমর্পিত হচ্ছি, যেনো আমাদের মরণশীল শরীরে হযরত ইসা আ. এর জীবনও প্রকাশিত হয়। (১২)তাই আমাদের মাঝে মৃত্যু কিন্তু তোমাদের মাঝে জীবন কাজ করছে।

[১৩]কিন্তু যেহেতু আমাদের মধ্যে সেই একই ইমানের রুহ আছে, আসমানি কিতাবে লেখা রয়েছে, “আমি ইমান এনেছি তাই কথা বলেছি।” আমরাও ইমান এনেছি তাই কথা বলি, [১৪]কারণ আমরা জানি, যিনি হযরত ইসা আ.কে জীবিত করেছেন, তিনি আমাদেরও হযরত ইসা আ. এর সংগে জীবিত করবেন এবং তোমাদের সংগে আমাদেরও তাঁর সামনে উপস্তিত করবেন।

[১৫]আসলে, সবকিছু তোমাদেরই কল্যাণের জন্য হয়েছে, যেন আল্লাহর দয়া অনেক অনেক লোকের ওপর ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর মহিমার উদ্দেশে আরো অধিক শুকরিয়া আদায়ের কারণ হয়ে ওঠে।

[১৬]এজন্যই আমরা মনোবল হারাই না; যদিও আমাদের বাইরের শরীর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তবুও আমাদের ভেতরের স্বভাব বা চরিত্র দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে।

[১৭]ক্ষণিকের এই সামান্য দুঃখ-কষ্ট আমাদেরকে অনন্তকালীন মহিমার জন্য প্রস্তুত করছে যা পরিমাপ করা যায় না, [১৮]কারণ যা দেখা যায় তার প্রতি নয় বরং যা দেখা যায় না তার প্রতিই আমরা লক্ষ রাখি; কেননা যা দেখা যায় তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা দেখা যায় না তা অনন্তকালস্থায়ী।